১৫ই আগস্ট : শোক সাগরে সোনার বাংলার পথসন্ধান

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের মর্মন্তুদ এবং ঘৃণ্যতম হত্যাকাণ্ড একটি শোকগাথার মহাকাব্য। পেশীবলের সুবাদে দেশিকে দেশীয় আন্তর্জাতিক পরাজিত শক্তির এদেশীয় দোসররা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শারীরিক নাশ করে যে আশায়, তার মূল লক্ষ্যটি অবশ্য বিফলে যায়। বাঙালি জাতি সাংস্কৃতিকভাবে আশা, ভাষা ও ঐক্যে থাকার প্রেরণা হারিয়ে ফেলেনি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে। কিষাণ কিষাণী শ্রমজীবী মজুর এবং সম্পদহীন মানুষকেই শেখ মুজিব তাঁর হৃদয়ে পরম সুহৃদ হিসেবে স্থান দিয়েছেন। তাইতো তিনি বাংলার মানুষের- সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, পাকিস্তানের সংগ্রামী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অবিসংবাদিত নেতা।

নিহত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জেল, জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতনের আগুনে পুড়ে খাঁটি সোনা শেখ মুজিবুর রহমান ছোটবেলা থেকেই অনুকরণীয় আদর্শের মাঝে বেড়ে উঠেন। পিতা শেখ লুৎফর রহমান একজন সৎ, সজ্জন, দয়ালু, সাহসী ও ন্যায়ের পক্ষে অবিচল ব্যক্তি ছিলেন। তার উক্তি, "জনগণের জন্য কাজ করে দেশের স্বাধীনতার জন্য আমৃত্যু লড়াই করে আমার ছেলে যেন কোন অন্যায়ই করতে না। এ কারণে তার জেল জরিমানা হলে আমি দুঃখিত না হয়ে গর্বিত হতে পারবো" এ কথা কিশোর মুজিবের বুকে অনেক বল এনে দিয়েছিল। মাতা সায়েরা খাতুন বিশাল পৈতৃক সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও মুসাফির আত্মীয়দের বাড়ি ছেড়ে যেতে চাননি। এ থেকে জ্যেষ্ঠ পুত্র মুজিব বিশাল ব্যবস্থাপনার সবক পান। অতঃপর গৃহশিক্ষক কাজী আব্দুল হামিদ ও প্রধান শিক্ষক বাবু রসরঞ্জন সেনগুপ্তের কাছে শেখ মুজিব নীতি কথা, দরিদ্রের প্রতি মমত্ববোধ ও দেশপ্রেমের পাঠ গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে বঙ্গীয় প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ সফরে এলে শেখ মুজিবের দৃঢ়, তেজস্বী ও যুক্তিপূর্ণ ভাষণে নেতাদের শুভদৃষ্টি আকৃষ্ট হন। শেরে বাংলার কৃষক প্রজাবান্ধব নীতি ও আইন প্রণয়ন শেখ মুজিবকে প্রভাবিত করে। এইচ এস সোহরাওয়ার্দী হন তার রাজনীতির দীক্ষা গুরু।

তিরিশের দশকের শেষাশেষি যুবক মুজিব স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সর্বতোভাবে যুক্ত হন। কত সময় মনের মধ্যে বাণী উচ্চারণী

"পরবিত্তে পরাধীন কভু না এলো মনে, কভু না করিও লোভ তুমি পরধনে"

শেখ মুজিবের মনোজগতে আজীবন দোলা দিয়েছে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর স্বদেশী আন্দোলনের ধারা যিনি এদেশের স্বাধীনতার সম্ভাবনা দেখেছিলেন- তবে সুভাষ বসুর সশস্ত্র সংগ্রামে নয়। জনগণের সুসংগঠিত সাংগঠনিক শক্তির মাধ্যমেই দেশের স্বাধীনতা ও জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে বলেই শেখ মুজিব আজীবন বিশ্বাস করেছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, ডেপুটি মেয়র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মুখ্য নির্বাহী সুভাষ চন্দ্র বসুর সমন্বয়ে অসাম্প্রদায়িক নীতি, "কর্পোরেশনের সকল নিয়োগে শতকরা ৬০ ভাগ পদে মুসলমানদের দেওয়া হবে, এ সমতাটি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে" রাজনৈতিক মুজিবের একটি পাথেয় হয়ে থাকে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় দুঃস্থদের পাশে সর্বাত্মক সাহায্য সহায়তা নিয়ে দাঁড়ানো এবং ১৯৪৬ সালের কলকাতার দাঙ্গার সময় "সম্প্রীতি করে ইংরেজ তাড়ানোর জন্য, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা সাম্প্রদায়িকতা ঘটাবে" বলে তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

ইসলামীয়া কলেজে- বেকার হোস্টেলে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের সাইদুর রহমান ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রগতিশীল নেতৃত্বের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেমের কাছে শেখ মুজিব অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিবাদের মানসিকতার পাঠ গ্রহণ করেন। 'পাকিস্তান' প্রস্তাব বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি কৃষি শ্রমিকদের জমায়েতে স্থান করে নেন। "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান" স্লোগানে শামিল শেখ মুজিব তিরিশ ও চল্লিশের দশকে বেনিয়া ইংরেজ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানই সমাধান বলে মনে করতেন। তবে লাহোর প্রস্তাব "ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস" এর মধ্যে একটি সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত পূর্ববাংলা এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় সোহরাওয়ার্দী বাঙালির আর্থসামাজিক- সাংস্কৃতিক আত্মবিকাশের আশা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে সোহরাওয়ার্দী-কিরণশংকর-শরৎ বসু যুক্ত বাংলার প্রস্তাব ভারত, বাংলা ও পাকিস্তান নামের তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্র হতে হতে হলো না, কারণ কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের নেতারা কথা রাখেননি।

(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন)

১৫ই আগস্ট : শোক সাগরে...

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

পাকিস্তানী কর্তৃক পাকিস্তানের সকল [illegible] কুক্ষিগত করার এবং [illegible] [illegible] চৌধুরী [illegible] নাম পূর্ববাংলা (ইস্ট বেঙ্গলকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্ট পাকিস্তান করা হয় ১৯৫৬ সালে সংবিধানের মাধ্যমে) পাকিস্তানের দক্ষ ও চৌকস বাঙালি গোলাম [illegible] জ্যেষ্ঠতাকে ডিঙিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি আজিজ আহমেদকে চিফ সেক্রেটারি নিয়োগ দেওয়া থেকে শেখ মুজিবের বুঝতে বাকি থাকে না, "পাকিস্তানের সাথে বেশিদিন থাকা যাবে না (শেখ মুজিব)।" আজিজ আহমেদ বাঙালি মন্ত্রীদের বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠাতেন কেন্দ্রীয় সরকারের সচিবে। পাকিস্তানের ৫৬ ভাগ মানুষের সম্পদ সমৃদ্ধ পূর্ববাংলাকে শোষণ বঞ্চনায় নিষ্পেষণ করে দেওয়ার হীন নকশা আরও পরিষ্কার হয় রাজনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতি, সামরিক ও সকল ক্ষেত্রের বরাদ্দে পূর্ববাংলাকে মাত্র ১৫-২০% দিয়ে [illegible] দেওয়ার মাধ্যমে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, বাঙালি [illegible] খাজা নাজিমুদ্দিন, ফজলুর রহমান প্রমুখের মাধ্যমে "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা শুধুই উর্দু হবে" [illegible] ঘোষণা আরবি অথবা রোমান হরফে বাংলা লেখার অপচেষ্টা চালাতে থাকেন।

১৯৪৮ সালের মার্চে ছাত্রলীগ ও ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলে শেখ মুজিব বাংলাভাষাভাষী তথা বাঙালির তথা স্বাধীনতা আন্দোলন সংগ্রামের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা পেয়ে যান। রাষ্ট্রভাষা বাংলা সংগ্রামের দুই পুরোধা অলি আহাদ ও গাজীউল হক দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে গেছেন, "১১ই মার্চ ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে সোচ্চারকরণ আন্দোলন, প্রতিবাদ, পিকেটিং এ মুজিব ভাই নেতৃত্ব না দিলে আন্দোলন দানা বাঁধতো না"। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের ৩৫ বছর বয়সি টগবগে তরুণ সদস্য স্পিকারের উদ্দেশে বলেন, "মাননীয় স্পিকার, আমরা লক্ষ করছি আপনার লোকজন আমাদের পূর্বপাকিস্তানি বলে চিহ্নিত করে। কখনো না। আমরা পূর্ববাংলা থেকে এসেছি। আমাদের নিজস্ব বাংলা ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রয়েছে। সুতরাং এর কোন পরিবর্তন করতে হলে অবশ্যই বাঙালিদের মতামত আগে নিতে হবে" (ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়: ৩য় খণ্ড কোয়ালিশন ইয়ারস)। পূর্ববাংলার স্বাধীনতার লড়াই শুরু করার মুজিবীয় বীজ এখানেই প্রোথিত হয়।

দেশ ও মানুষের শান্তির জন্য মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছেন জাতির পিতা

স্বাধীনতার অভীষ্ট লক্ষ্যে কৃতসংকল্প শেখ মুজিব ধাপে ধাপে পথ এবং কৌশল সাজিয়েছেন। ষাটের দশকের শুরুতে আগরতলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শচীন্দ্র সিংহের মাধ্যমে পত্রাকারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সাথে মতবিনিময় করেন। একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা ও লন্ডনে প্রবাসী সরকার গঠনের পরিকল্পনা বাদ দেন। তৈরী করেন বাংলার মুক্তিসনদ ছয়দফা। এর উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেন পাকিস্তানের [illegible] লাহোরে এই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সনে। বাঙালীর স্বাধিকারের আন্দোলনে ঐ ছয়দফা প্রোগ্রামে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতাই নিহিত ছিল বুঝতে পেরে পাকিস্তানিরা ক্ষেপে যায়। মুজিব তখন বাঙালির একমাত্র আশা ও উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। শুরু করা হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। গর্জে উঠে বাংলার ছাত্র-জনতা। উনসত্তরের বিপুল শক্তি গণঅভ্যুত্থানের তোড়ে খান খান হয়ে যায় আইয়ুব খানের [illegible]। ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে জেলের তালা ভেঙে মুক্ত করে আনা শেখ মুজিবুর রহমানকে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশে "বঙ্গবন্ধু" অভিধায় অভিষিক্ত করে।

স্বৈরশাসক ইয়াহিয়া খানের শাসনে তিনি পাকিস্তানের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হবেন। বঙ্গবন্ধু ও তার আওয়ামী লীগ বুঝে যে পাকিস্তানের কোনো নির্বাচনই গ্রহণযোগ্য হবে না তা তিনি বুঝতে পারেন। [illegible] ভোটের লোভনীয় কাঠামোসহ লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক (এলএফও) অধীনে সত্তরের নির্বাচন [illegible]। বঙ্গবন্ধু সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা কালে নিশ্চিত ছিলেন তার স্বাধীনতার [illegible] ও জনগণের সম্পৃক্ত [illegible] বাঙালিরা গ্রহণ করেছেন- তাই "ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট" কর্তৃক শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষ তাকে জয়ী করেছেই। ইয়াহিয়াকে লোভনীয় টোপ দিলেন, "[illegible] পরবর্তী পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি [illegible] হবেন।" কিন্তু সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ১৬৭/৩০০ নিয়ে মুজিবের বিজয় লাভ করলে ইয়াহিয়া খান ভুট্টোকে নিয়ে [illegible] ষড়যন্ত্র করতে বাধ্য হন।

জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল কুর্ট ওয়াল্ডহেইম এর সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

অতঃপর গৌরবের উজ্জ্বল স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ - বঙ্গবন্ধুর নামে, গানে, আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় (যদিও তিনি তখন পাকিস্তানি কারাগারে) এলো বহুমূল্যে কেনা বাংলার স্বাধীনতা। লাখো মা-বোনের সম্ভ্রম, মুক্তিযোদ্ধার ও [illegible] রক্তে [illegible] পেছনে থেকে আপামর বাঙালি সর্বাত্মক সমর্থনে সশস্ত্র বাহিনী পরাজিত হলো। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ বিকেলে বাংলাদেশের পরম মিত্র ও মহৎ প্রতিবেশী ভারত কর্তৃক [illegible] বাহিনীর কাছে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করে। সাক্ষী থাকেন বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিনিধি বিমানবাহিনী প্রধান এ. কে. খন্দকার।

১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে বঙ্গবন্ধু বীরের বেশে ফিরে এলেন তার সৃষ্টি করা স্বাধীন বাংলাদেশে। বিমানবন্দর থেকে ৩২ নম্বরে পরিবার পরিজনের অপেক্ষমান রেখে চলে গেলেন রেসকোর্স ময়দানে, "[illegible] আমার" সেখানে অপেক্ষমান। একমুঠো বাংলার মাটি কপালে স্পর্শ করিয়ে শ্রদ্ধাভরে কাঁদলেন তিনি [illegible] স্বাধীন বাংলার জন্য জনমানুষের কাছে ফিরে এসে। কৃতজ্ঞ জাতি আবেগ অশ্রু, শান্তি ও ভালোবাসার মতো বাংলাভাষী বাঙালিদের স্বাধীনতা এনে দেওয়ার কারণে মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা হিসেবে বরণ করে নেয়। তবে জাতির পিতা বলে দিয়ে গেল যে যদি স্বাধীন বাংলাদেশে একটি লোকও না খেয়ে মারা যান অথবা আবাস, শিক্ষা ও চিকিৎসাহীন থাকেন তাহলে তার জীবনসংগ্রাম এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে যাবে।

নিন্দুকেরা যাই বলুক, তিন বছর সাত মাসের শাসনকালে জাতির পিতা অত্যন্ত সফলভাবে একটি বিধ্বস্ত জাতির [illegible] অর্থনীতির পুনরুত্থান ঘটিয়ে [illegible] দিকে নিয়ে যাবার মতো কার্যকর শাসন ব্যবস্থা তৈরি ও পরিচালনা করেন। নয় মাসের মধ্যে একটি আধুনিক, সমাজনিষ্ঠ ও [illegible] সংবিধান প্রণয়ন করেন। [illegible] প্রথম [illegible] পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) অধীনে দারিদ্র্য নির্মূল, কৃষিতে বৈপ্লবিক উন্নয়ন, শিল্প বিশেষ করে গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অবকাঠামো মাধ্যমে [illegible] পথনির্দেশ দেওয়া হয়। [illegible] ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূরীকরণের অঙ্গীকার করা হয়। প্রয়োজনবোধে বিত্তবানদের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করে গরিব কৃষক শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে সমবায় ও অন্যান্য [illegible] উপায়ে অর্থনীতি [illegible] পথে আনেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৭৪-৭৫ সালে সামগ্রিক অর্থনীতির বার্ষিক প্রবৃদ্ধি শতকরা ৭.৮ ভাগে উঠে যায়। অত্যন্ত সফল জাতির পিতা ১৯৭৫ সালে স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদায় উন্নীত করেন। ৮২ মার্কিন ডলারের মাথাপিছু আয় ১৭০ ডলারে উন্নীত হয়।

"সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরী নয়" বৈদেশিক নীতির কারণে বিশ্বসভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে মর্যাদার আসনে নিয়ে যান। [illegible] আসে [illegible] স্বাধীনতার স্বীকৃতি, [illegible] জাতিসংঘের সদস্যপদ। ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিশ্বে [illegible] বৈষম্যের কষাঘাতে ক্লিষ্ট মানুষের পক্ষে যে যুগান্তকারী ভাষণ দেন তাকে বিশ্বনেতার [illegible] হয়ে উঠে। [illegible] বলেন, "বর্তমান যুগের ইতিহাসে বাংলাদেশের রাজনৈতিক জন্ম একটি বিরাট ঘটনা।.... সুদীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা যে সম্ভব, শেখ মুজিবুর রহমান তার প্রমাণ সমগ্র পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছিলেন। বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালির অধিনায়ক ও বন্ধু ছিলেন না, তিনি ছিলেন মানবজাতির পথ প্রদর্শক ও মহান নেতা।"

ব্যক্তি জীবনে সহজসরল [illegible] পূর্ণ মনের অধিকারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুষকে মুগ্ধ টেনে নেওয়ার সম্মোহনী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সেই গোপালগঞ্জের [illegible] শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুনের আদরের খোকা শেখ মুজিব [illegible] উচ্চারণ করেছিলেন, "যখনই আমি দুঃখী ভাই বোনের মুখে হাসি দেখি তখনই মনে হয় আমার জীবন সার্থক"। সেই সোনার বাংলার [illegible] রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার [illegible] নির্দেশনা ও উদ্যোগ বঙ্গবন্ধু নিজেই। এখন তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব তার রক্তের ঋণ শোধ করার যে সর্বব্যাপী বিশাল কর্মযজ্ঞ জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান শেখ হাসিনা সৃষ্টি করেছেন তার পূর্ণ বাস্তবায়নই হবে ১৫ই আগস্টের শোক মহাসাগরের উপযুক্ত জবাব। ☐

লেখক: বাংলাদেশের [illegible] [illegible] ও বঙ্গবন্ধুর একান্ত সচিব।